



129724 - আল্লাহ তাআলার বাণী "মুমনি তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলরে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলরে সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না।"[সূরা নূর, আয়াত: ৬২] আমরা এই আয়াতেরে অনুসরণ কভাবে করব?

প্রশ্ন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: "মুমনি তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলরে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলরে সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না।"[সূরা নূর, আয়াত: ৬২] আমরা এ আয়াতটিকভাবে অনুসরণ করব এবং নিজদেরে জীবনে কভাবে বাস্তবায়ন করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: এ আয়াতে কারীমা নাযলি করে নবী করমি (সাঃ) এর সাথে সাহাবায়েরে আচার-ব্যবহার কীরূপ হবে এ সংক্রান্ত কিছু শিষ্টাচার শিক্ষা দয়া হয়েছে এবং মুনাফকদেরে সাদৃশ্যতা অবলম্বন হতে সাবধান করা হয়েছে; যারা কোন প্রকার সচ্চরিত্র বা শিষ্টাচারেরে কোনরূপ পরোয়া করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: "মুমনি তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলরে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলরে সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা আপনার কাছেরে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলরে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছেরে তাদেরে কোন কাজেরে জন্যেরে অনুমতি চাইলে আপনি তাদেরে মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিনি এবং তাদেরে জন্য আল্লাহর কাছেরে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মহেরেবান।"[সূরা নূর, আয়াত: ৬২]

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন: এখানে আল্লাহ তাআলা মুমনি বান্দাদেরকে একটি আদব শিক্ষা দয়িছেন। তিনি ঈমানদারগণকে কোন স্থানে প্রবেশেরে পূর্বে যমেন অনুমতি নিয়োর আদেশে দয়িছেন তমেনি প্রস্থানেরে পূর্বে অনুমতি নিয়োর আদেশে দয়িছেন। বিশেষতঃ তারা যদি সমষ্টিগত কোন কাজেরে রাসূলরে (সাঃ) সাথে একত্রতি হয়, যমেন- জুমার নামায, ঈদেরে নামায, জামায়াতেরে নামায অথবা কোন পরামর্শসভা ইত্যাদতি, সকেষতেরে প্রস্থানেরে পূর্বে রাসূলরে (সাঃ) নকিট অনুমতি চাওয়া বা পরামর্শ চাওয়ার নরিদশে দয়িছেন। যেরে ব্যক্তি অনুমতি চায় সেরে পূরণ ঈমানদার।

এরপর আল্লাহ তাআলা রাসূল (সাঃ) কে আদেশে দয়িছেন- মুমনিদেরে কটে যদি অনুমতি চায় তিনি যনৈ তাকে অনুমতি প্রদান করেন। তাই তিনি বলছেন: "আপনি তাদেরে মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিনি এবং তাদেরে জন্য আল্লাহর কাছেরে ক্ষমা প্রার্থনা



করুন। আল্লাহ ক্షমাশীল, মহেরেবান"

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলছেন: "তোমাদের কটে যদি শিষে এসে মজলসি যোগে দয়ে তাহলে সে যনে সালাম দয়ে এবং তোমাদের কটে যদি মজলসি হতে উঠে যতে চায় তাহলেও সে যনে সালাম দয়ে। জনে রেখে, প্রস্থানের সময় সালাম দয়ো আগমনের সময় সালাম দয়ের চয়েে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হাদীসটি ইমাম তরিমযি বর্ণনা করে বলছেন: হাসান। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, পৃষ্ঠা- ৬/৮৮]

আললামা সা'দী (রহঃ) বলেন: এটি আল্লাহর পক্ষ হতে মুমনি বান্দাদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা। মুমনিরা যদি কোন সমষ্টিগত বিষয়ে রাসূল (সাঃ) এর সাথে একত্রিত হয়, অর্থ্যাৎ য়ে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বা কল্যাণেরে দিক হলো সকলে উপস্থতি থাকা। যমেন- জহিদ বা পরামর্শমূলক সভা ইত্যাদি সমষ্টিগত কাজেরে ক্ষেত্রে মঞ্জুলজনক হলো সকলে উপস্থতি থাকা, কটে বচ্ছিনি না থাকা। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরে প্রতিপূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি এ ধরনের কাজ রেখে অন্য কোন কাজে যাওয়ার আগে বা বাড়ী ফরোর আগে বা অন্য কোন প্রয়োজনে যাওয়ার আগে রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে বা তাঁর প্রতিনিধির নকিট থেকে অনুমতি গ্রহণ করবে। আয়াতে অনুমতি ছাড়া না-যাওয়াকে ঈমানেরে অনবির্য দাবী হিসেবে আখ্যায়তি করা হয়েছে এবং এ কর্মেরে জন্য ঈমানদারদের প্রশংসা করা হয়েছে। এভাবে মুমনিদেরকে রাসূল (সাঃ) এর সাথে ও দায়িত্বশীলেরে সাথে আদব রক্ষা করার শক্সিা দয়ো হয়েছে। আল্লাহ এভাবে বলছেন: " যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলেরে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।"

কনিতু রাসূল (সাঃ) কিতাদেরকে অনুমতি প্রদান করবেন? রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তাদেরকে অনুমতি দয়েরে ক্ষেত্রে দুইটি শর্ত রয়েছে:

এক: অনুমতি প্রার্থনাকারীর একান্ত বিশিষে কোন কাজ বা প্রয়োজন থাকা। বনি ওজরে অনুমতি চাইলে অনুমতি দয়ো যাবে না।

দুই: যার প্রয়োজন তাকে অনুমতি চাইতে হবে এবং রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তাকে অনুমতি দয়োটা কল্যাণেরে দাবী হতে হবে। এছাড়া অনুমতিদাতার ওপর কোন ক্ষতি যনে না বর্তায়। আল্লাহ বলছেন: "অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজেরে জন্য অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন।" অতএব কোন ঈমানদার তার কোন ওজরেরে কারণে যদি মজলসি ত্যাগেরে অনুমতি চায় কনিতু রাসূলেরে (সাঃ) বিচেনায় এই ব্যক্তির মজলসি ত্যাগ না করার মধ্যে সার্বকি কল্যাণ নহিতি থাকে তাহলে তনি তাকে অনুমতি দবেন না। তদুপর কোন ব্যক্তি যদি অনুমতি চায় এবং উল্লেখিত দুইটি শর্ত পূর্ণ সাপক্ষে রাসূল (সাঃ) তাকে অনুমতি দিয়ে থাকেনে তথাপি আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সাঃ) এই ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশে দিয়েছেন। কারণ হতে পারে এই ব্যক্তি অনুমতি গ্রহণ করে কোন কসুর করছেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন- "এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্షমাশীল, মহেরেবান"। অর্থ্যাৎ আল্লাহই

তাদের গুনাহ খাতা ক্షমা করনে এবং ওজররে কারণে অনুমতগ্রহণকবে বধৈ করবে তাদের প্রতিদিয়া করছেনে। [তফসরিে সা'দী, পৃষ্ঠা- ৫৭৬]

দুই: এ যুগেও আমরা এ আয়াত হতে উপকৃত হতে পারি এবং কয়কেটি পদ্ধততিতে তা নজিদেরে জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি:

- ইসলামী শরয়ীর অনুশাসন ও রাসূল (সাঃ) এর আদর্শকবে মনে চলা। এই মানার মধ্যবে রাসূল (সাঃ) এর নকিট হতে পরোক্ష অনুমতগ্রহণরে রূপ পাওয়া যায়। ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলনে: আয়াতরে মধ্যবে মজলসি প্রস্থানরে আগবে রসূলরে নকিট হতে অনুমতগ্রহণ করাকবে ঈমানরে অনবির্ষ দাবী হসিবে উল্লেখে করা হয়ছে। সুতরাং কোন ইসলামী জ্ঞানগত বিষয়ে তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন মত বা পথ গ্রহণ করাটা ঈমানরে অনবির্ষ দাবী হওয়াটা আরো বেশী স্বাভাবকি। [ই'লামুল মুআক্কঙ্গিন, পৃষ্ঠা- ১/৫১]
- সমষ্টিগিত কোন কাজ থেকে প্রস্থানরে পূর্বে দায়ত্বশীলরে অনুমতগ্রহণ করার মধ্যবে মুসলমি উম্মাহর জন্য কল্যাণ নহিতি রয়ছে। এ কারণে ইমাম বুখারী তার সংকলতি সহীহ হাদসিরে গ্রন্থে একটি পরিচ্ছদেরে শরিনোম দয়িছেনে এভাবে- "নতোর নকিট কোন ব্যক্তরি অনুমতগ্রহণনা"। দলীল হছে আল্লাহর বাণী- "মুমনি তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলরে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলরে সাথে কোন সমষ্টিগিত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতগ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না।" ইতিপূর্বে উল্লেখতি সা'দীর বক্তব্যে এসছে যে, আয়াতে কারীমাটি রাসূলরে (সাঃ) নকিট হতে ও দায়ত্বশীলরে নকিট হতে অনুমতগ্রহণনার বধিন প্রসঙগে। আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া গ্রন্থে(৩/১৫৫) এসছে যে, সার্বকি কল্যাণ রক্ষা ও সংরক্ষণার্থে কাউকে দায়ত্বশীল নযুকৃত করা হয়। অতএব দায়ত্বশীল ব্যক্তরি দায়ত্বাধীন বিষয়ে অবশ্যই তার নকিট হতে অনুমতগ্রহণ চাইতে হবে। যাতে প্রত্যেকেটি বিষয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালতি হয় এবং বিশৃংখলা না ঘটবে। এ বধিনরে শাখা-প্রশাখা অনকে। উদাহরণতঃ কোন সনোপতি যদি তার সনৈযদেরে নযিবে কোন অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়নে সক্ষেত্রে সনোপতির অনুমতগ্রহণ ব্যতিরেকে কোন জনিসিপতর আনা বা সংগ্রহ করার জন্য ব্যারাক থেকে বরে হওয়া অথবা কোন শত্রুর সাথে মল্লযুদ্ধে লপিত হওয়া অথবা কোন কথা প্রচার করা কোন সনৈকিরে জন্য বধৈ হবে না। কারণ নজিরে সনৈযদেরে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ও শত্রুর প্রকৃত অবস্থা, তাদের অবস্থান, তাদের দূরত্ব-নকৈট্য ইত্যাদি সম্পর্কে সনোপতিই সম্যক অবহতি। সুতরাং কোন সনৈকি যদি বিচ্ছিন্নভাবে বরে হয় তাহলে সে কোন গুপ্ত হামলার শকির হওয়া থেকে নিরাপদ নয়, হতে পারে শত্রুরা তাকে গ্রহেতার করে নযিবে যাব। অথবা জানা না-থাকার কারণে সনোপতি তাকে রেখে সনৈযবাহিনী নযিবে একস্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যতে পারনে। এতে করে আটককৃত সনৈয ধুকে ধুকে মরবে। যে ব্যক্তকি কোন ফৌজরে সাথে অভিযানে রয়ছে সনোদল যদি একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরতি হতে চায় কনিতু কিছু সংখ্যক সনৈয যদি পরে যতে চায় তাহলে অনুমতগ্রহণ ব্যতিরেকে ফৌজরে সঙগ ত্যাগ করা তাদের জন্য বধৈ হবে না। রাষ্ট্রপ্রধান বা গভর্নর যদি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তবির্গরে সাথে পরামর্শ করার জন্য কোন সভা আহ্বান করে সক্ষেত্রেও অনুমতগ্রহণ ব্যতিরেকে কউে সভা ত্যাগ করতে পারবে না। কারণ হতে পারে আমীর তার মতামতরে মুখাপকেষী হয়ে থাকবেন।



আল্লাহ তাআলা বলেন: "মুমনি তো তরাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলে সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা আপনার কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে, তরাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।" আয়াতে কারীমাটি শুধু রাসূল (সাঃ) এর সাথে খাস নয়। কারণ জনস্বার্থ নিশ্চিতি করার ক্ষেত্রে শাসকবর্গ রাসূল (সাঃ) এর প্রতিনিধি। অতএব আয়াতটি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।